সাধু পলের আহ্বান এবং বাংলাদেশে আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বান

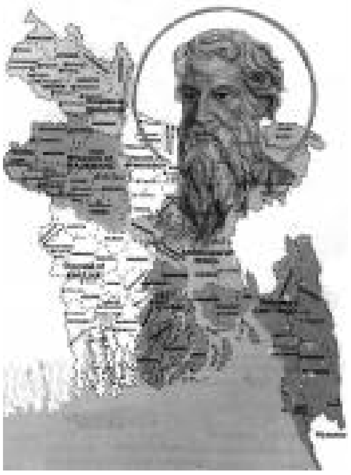

– নোয়েল টি গমেজ

উপক্রমণিকা

মানুষ পরিবর্তন চায়, চায় জীবনের রূপান্তর। এই রূপান্তরের মধ্যেই মানুষ নিজের জীবনের সফলতা এবং ব্যর্থতার চিত্র আবিষ্কার করতে পারে। তবে মানব জীবন রূপান্তর হতে পারে না যদি না সেই জীবন কোন নির্দিষ্ট কাজ বা লক্ষ্যের দ্বারা আহূত হয় অর্থাৎ একজন মানুষ নিজের জীবনকে সুখী ও সার্থক করে তোরার জন্য ব্যক্তিগত জীবন আহবান উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা চালায়। সাধু পল যিনি ছিলেন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর স্তম্ভ এবং সেই সাথে খ্রীষ্টবিশ্বাস ও মণ্ডলী প্রসারের এক নির্ভীক সেনা তিনিও তাঁর নিজ জীবন আহবান আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। সাধু পলের জীবনে যে পরিবর্তন বা রূপান্তর হয়েছে, তাতে ঈশ্বর নিজেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যীশু নিজেই সাধু পলের জীবনে প্রবেশ করলেন এবং তিনিও যীশুর পরিত্রাণদায়ী দর্শন ও স্পর্শ লাভ করার মধ্য দিয়ে অত্যাচারী সৌল থেকে হয়ে উঠলেন খ্রীষ্ট প্রেমিক পল।

যীশু কর্তৃক সাধু পলের জীবন আহবানের নতুনত্ব বাংলাদেশে আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবন আহবানের সুন্দর এবং পরিত্রাণদায়ী গভীরতায় পৌঁছতে সাহায্য করে। 'আমি যীশু যাকে তুমি নির্যাতন করছ' সৌলের কাছে যীশুর এই কথার মধ্য দিয়ে পর্বত কঠিন সৌলের হৃদয় খ্রীষ্টপ্রেমে বিগলিত হয়ে ওঠে এবং সেই সাথে তিনি মনপরিবর্তনের জন্য নতুন আহবান লাভ করেন। বাস্তব জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা মানবতার কণ্ঠরোধ করে ঈশ্বর বন্দনার নির্লজ্জ অভিনয় ক'রে যাচ্ছি। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খ্রীষ্টমণ্ডলীর একজন হিসাবে আমার, আপনার, আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে মনপরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে সৌলের অবস্থানে নয় বরং পলের অবস্থানে নিজেকে উন্নীত করার। আর এই ক্ষেত্রে যীশুর পরিত্রাণদায়ী আহবানের মন্ত্রে সাধু পলের মত আমাদেরকেও দীক্ষিত হতে হবে, হতে হবে উন্মুক্ত হৃদয়ের অধিকারী তবেই না আমরা সাধু পলের অতি খ্রীষ্টীয় আহবানের নিরিখে নিজেদের জীবনের খ্রীষ্টীয় আহ্বানের মর্মসত্য গভীরভাবে আত্মস্থ করতে পারব।

প্রথম অধ্যায়
আহ্বান সম্পর্কে মৌলিক ধারণা

আহ্বান কথাটির অর্থ বা তাৎপর্য

আহ্বানের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'আমন্ত্রণ', 'ডাক', 'নিমন্ত্রণ', 'সম্বোধন' ইত্যাদি। আমরা খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়েই ঐশ্বরিক আহ্বান পেয়েছি। তাই একথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, আমরা সবাই মঙ্গলবাণী ঘোষণার জন্য প্রেরিত, মনোনীত এবং দায়বদ্ধ আর এভাবেই আমরা হয়ে উঠি এক নতুন জনগোষ্ঠী। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই পরিচালিত করেন এবং বিভিন্ন জীবনে আহ্বান করেন। আপাতদৃষ্টিতে ঐশ আহ্বান বা আহ্বানের জীবনে প্রকারভেদ থাকলেও প্রতিটি জীবন আহ্বান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, মর্যাদাসম্পন্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ। নিজের আহ্বানের বিষয়ে বলতে গিয়ে ভাববাদী জেরেমিয়া লিখেছেন : "তোমাকে মাতৃগর্ভে গড়ে তোলার আগেই তোমাকে আমি আমার সেবায় নিবেদিত ক'রে রেখেছিলাম, জাতি বিজাতির কাছে প্রবক্তারূপে নিযুক্ত ক'রে রেখেছিলাম" (জেরে ১:৪-৫)। আহ্বান শব্দটি থেকে আমরা বুঝি যে, 'একজন কেউ আছে যে ডাকছে' অর্থাৎ আহ্বান অর্থ হলো একটি 'ডাক'। আমাদের ভেতরে যেন

এমন একজন আছেন, যিনি ডাক দিয়ে বলছেন, 'এসো'। ... 'প্রকৃতপক্ষে আহ্বান হলো ঈশ্বরের কাজ। প্রতিটি আহ্বানই আসে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি আহ্বানের প্রকৃত উদ্যোক্তা হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং আহ্বান পাওয়া আমাদের পছন্দের ব্যাপার নয়। খাঁটি আহ্বান কখনো পরিকল্পিত হয় না। খ্রীষ্টভক্ত হওয়ার আহ্বান, প্রেরিতদূত হওয়ার আহ্বান, সে তো ধন্য হওয়ার আহ্বান। প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্ত একজন ধন্য ব্যক্তি কারণ স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারাই সে আহূত, মনোনীত ও তাঁর আপন প্রীতিভাজন আর এর সত্যতা আমরা দেখি সাধু পলের জীবনে।

পুরাতন নিয়ম থেকে শুরু করে নতুন নিয়মের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের জীবনে এই সত্যটিই সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। আব্রাহাম, মোশী, ভাববাদীগণ, দাউদ, পুণ্যময়ী মা মারীয়া, প্রেরিতশিষ্যগণ এবং সর্বোপরি সাধু পলের জীবনে এই সত্যটিই অতি সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে, প্রতিটি আহ্বানের ক্ষেত্রে ঈশ্বরই প্রথম পদক্ষেপ নেন। এই ক্ষেত্রে স্মরণীয় সাধু পলের জীবনের খ্রীষ্টীয় আহ্বান। অতি নাটকীয়ভাবে তিনি যীশুর আহ্বান লাভ করেন। একদিন যে ব্যক্তি ছিল উৎপীড়ক ও অত্যাচারী, যীশুরই প্রেমপূর্ণ আহ্বানে সে হয়ে উঠল খ্রীষ্টের একজন একনিষ্ঠ বাণী প্রচারক অর্থাৎ তিনি খ্রীষ্টেরই প্রচারক হয়ে উঠলেন।

আহ্বানের ধর্মতত্ত্বীয় স্বরূপ

ক) যীশু মানুষকে আহ্বান করেন

খ) মানুষ আহ্বানে সাড়া দেয়

গ) যীশু আত্মপ্রকাশ করে প্রেরণকাজের জন্য মানুষকে নিযুক্ত বা প্রেরণ করেন।

প্রাক্তন সন্ধিতেও এ ধরনের আহ্বান বারবার উপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ, আদি পুস্তকে বর্ণিত (আদি ৪৬:২) ঈশ্বরের সঙ্গে যাকোবের সংলাপই আমাদের কাছে এই সত্যটি প্রকাশ করেন। অন্যদিকে প্রবক্তা জেরেমিয়া, এজেকিয়েল ও ইসাইয়ার মতো পলও ঐশ পরিত্রাণের ইতিহাসে একজন মহাপুরুষ। শিষ্যচরিত গ্রন্থের ২৬ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, যীশু বিজাতীয়দের কাছে বাণী প্রচারের জন্য পলকে প্রেরণ করেন। 'এখন ওঠ, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও ! তোমাকে আমার সেবকরূপে মনোনীত করব বলেই তো আজ তোমাকে দেখা দিয়েছি। আমি চেয়েছি, তুমি যে আমার এই দেখা পেলে এবং পরেও আমি যে নানাভাবে তোমায় দেখা দেব, তার সাক্ষী দেবে তুমি।

আহ্বানের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা

ক) আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী

খ) প্রৈরিতিক দৃষ্টিভঙ্গী

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী, যারা দ্বারা একজন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে প্রৈরিতিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে বুঝায়, যারা দ্বারা একজন খ্রীষ্টের নির্দেশ 'এগিয়ে যাও' পালন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যে কোন ক্ষেত্রেই ব্যক্তি খ্রীষ্টের সাথে সুদৃঢ় আসক্তি ছাড়া কখনও বলিষ্ঠ আহ্বান পেতে পারে না। আর সেটা বিশেষ কোন অনুগ্রহদান নয়; সাধু পল বলেন : 'পরমেশ্বর দুর্বলদের মনোনীত করেছেন, শক্তিশালীদের পরাজিত করার জন্য!' কলকাতার মাদার তেরেজা তাঁর আহ্বান সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রে বলেন : ' পরমেশ্বর যদি আমার চেয়ে কম গুণসম্পন্ন কাউকে পেতেন তবে তাকেই তিনি বেছে নিতেন।' সুতরাং একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান যে, ঐশ আহ্বানের সঙ্গে সর্বদাই এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গী জড়িত থাকে। সাধু পলের জীবনে আমরা আহ্বানের এই সত্যতা গভীর ভাবে অনুধাবন করতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৌল থেকে পল : একটি খ্রীষ্টীয় আহ্বান

সৌল থেকে পল : একটু পিছন ফিরে দেখা

সৌল যিনি ছিলেন খ্রীষ্টমণ্ডলীর উৎপীড়ক, সেই সৌলই পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের দর্শন পেয়ে হয়ে উঠলেন তারই একজন একনিষ্ঠ ভক্ত সেবক। সাধু পলের ইতিহাস শুধুমাত্র এক ব্যক্তিবিশেষের ইতিহাস নয় বরং মণ্ডলী ও বাণীপ্রচারের ইতিহাসের একটি অঙ্গ। সাধু পলের ভূমিকা প্রতীকস্বরূপ : ঈশ্বরের সার্বজনীন ও পরিত্রাণদায়ী অভিপ্রায় পলের জীবনের মহৎ অভিব্যক্তি লাভ করে। সাধু পলের জীবনে ঐশ

অনুগ্রহের পরিকল্পনা দৃশ্যমান হয়ে যায় – তারই বিভিন্ন প্রচারযাত্রা, নির্যাতনভোগ ও বিভিন্ন অসুবিধার মধ্য দিয়ে এবং এসব কিছু হলো মানব ইতিহাসে পূর্ণ পরিত্রাণের উপস্থিতির প্রকাশ।

‘সাধু পলের জীবনকে প্রায় দুটি সমান ভাগে ভাগ করা যায়। ৩০ বছর যাবৎ তিনি ফরিসী ছিলেন (সম্ভবত তিনি ৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রায় ৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দামাস্কাসের পথে যীশুর দর্শন পান)। পরবর্তী ৩০ বছর তিনি ছিলেন একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী। নিম্নে যীশুর আহ্বানের পূর্বে এবং পরে তার্সাসের সেই খ্রীষ্টানদের নির্যাতক সৌল কিভাবে খ্রীষ্ট প্রেমিকে রূপান্তরিত হলেন তারই একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো।

সৌল-এর জন্ম এশিয়া মাইনরে সিলিসিয়ার রাজধানী তার্সাসে। তার্সাস একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর ছিল। যার লোকসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষেরও বেশী। সৌল পারিবারিক সূত্রে ছিলেন একজন ইহুদী বা ফরিসী। তিনি তৎকালীন সময়ে গামালিয়েল নামে একজন শীর্ষস্থানীয় ধর্মগুরুর অধীনে জেরুসালেমে পড়াশুনা করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি পৈতৃকসূত্রে রোমীয় নাগরিকত্বের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর দ্বৈত নাম সৌল (ইহুদী) এবং পল (গ্রীক) – এ সত্যটিই প্রকাশ করে যে, তিনি দুই সভ্যতার নাগরিক ছিলেন। সৌল যিনি তার সর্বসত্তা দিয়ে ইহুদী ধর্মের মর্যাদা রক্ষাকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তিনি নব উদ্ভাবিত খ্রীষ্টের অনুসারীদের ধ্বংস করার প্রত্যয়ে একের পর এক অত্যাচার শুরু করে দেন। যেহেতু সৌলের ছিল নিজ ধর্মীয় বিধান ও ঐশতত্ত্ব সম্পর্কে সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান, সেই দিক থেকে তিনি নিজ ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য খ্রীষ্টবিশ্বাসী অর্থাৎ স্বয়ং খ্রীষ্টেরই বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি অবতীর্ণ হন। এই সম্পর্কে সাধু পলের ভাষ্য “অথচ আগে আমি তাঁকে কত নিন্দা নির্যাতন করেছিলাম, তাঁর কি অবমাননাই না করেছিলাম। কিন্তু ওসব আমি না বুঝেই, খ্রীষ্ট বিশ্বাসের অভাবেই করেছিলাম ব’লে এখন আমি তো ঐশ কৃপা লাভ করেছি” (১তিমথি ১:১৩)।

পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের দর্শন লাভের মধ্য দিয়ে অত্যাচারী সৌল এমন একটি অভাবনীয় ও পরিত্রাণদায়ী আহ্বান লাভ করেন যার মধ্য দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে উঠেন। দামাস্কাসের পথে যীশুর দর্শন, সৌলের জীবনে পরশ পাথরের মতো কাজ করেছেন। অত্যাচারী সৌলের কঠিন হৃদয় যীশু তাঁর কোমল হৃদয়ের উত্তাপে মুহূর্তের মধ্যেই বিগলিত করে ফেলেন। খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের ধ্বংস করাই ছিল যার জীবনমন্ত্র সেই একই ব্যক্তি আজ খ্রীষ্টেরই নামে উৎসর্গীকৃত যেন একটি অর্ঘ্য। দামাস্কাসের পথে যে মহিমান্বিত প্রভু পলকে দেখা দিয়েছিলেন, সেই প্রভুই আজ তাকে ধ্বংসের নয় বরং রক্ষার, ঘৃণার নয় বরং ভালবাসার, আক্রমণের নয় বরং যত্নের বিধান দান করেন। যেই মুহূর্তে তিনি যীশুর দেখা পেলেন, সেই মুহূর্তেই তার পুরানো বিধান সর্বস্ব অন্ধ জীবনের মৃত্যু ঘটেছে। পলের মতে তাঁর নিজের জীবনই যেন ধ্বসে পড়েছে। তাই আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, তিনি দামাস্কাসে তিনদিন কেমন অবস্থায় ছিলেন। দৃষ্টিহীন, দিশেহারা যেন যীশুর আহ্বানের অর্থ বুঝতে মগ্ন আর সেই অবস্থায় যীশু পলের হৃদয়ের গভীরতায় স্থান করে নেন। আর তখন থেকে পলকে এ কথা বলতে শোনা গিয়েছে : ‘খ্রীষ্টই আমার জীবন’। আমরা বলতে পারি যে, সৌল থেকে পল এটি শুধুমাত্র একটি নামেরই পরিবর্তন নয় বরং এর সাথে জড়িত হয়ে আছে ঐশ পরিকল্পনায় সাধু পলের পূর্ণ আত্মনিবেদন, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে, ঐশ ভালবাসার একটি পরিত্রাণদায়ী চিহ্ন।

একনজরে সাধু পলের জীবন-বৃত্তান্ত

- জন্মকাল : ৫-১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়
- ইহুদী ধর্মশিক্ষা গ্রহণ : ৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় জেরুসালেমে বিধান আচার্য গামালিয়েলের কাছে
- খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ : ৩৪-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে
- দামাস্কাস ও আরবদেশে অবস্থান : ৩৭-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সময়
- ১৫দিন জেরুসালেমে অবস্থান : ৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়
- তার্সাসে অবস্থান : ৪০-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ
- এক বছর ধরে বার্নাবাসের সঙ্গে আন্তিয়োখ নগরে বাণী প্রচার : ৪৪ খ্রীষ্টাব্দ
- প্রথম প্রচার যাত্রা : ৪৫-৪৯ খ্রীষ্টাব্দ (শিষ্যচরিত ১৩:১-২৮)
- জেরুসালেম মহাসভা : ৪৯ খ্রীষ্টাব্দ (শিষ্যচরিত ১৫:১-৩৫)
- দ্বিতীয় প্রচার যাত্রা :৪৯-৫২ (শিষ্যচরিত ১৫:৩৬–১৮:২২)
- আঠারো মাসব্যাপী করিন্থ নগরে বাণী প্রচার : ৫০-৫২ খ্রীষ্টাব্দ
- থেসালোনিকীয়দের কাছে ১ম ও ২য় ধর্মপত্র রচনা :

৫১ খ্রীষ্টাব্দ

- তৃতীয় প্রচারযাত্রা : ৫৩-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ (শিষ্যচরিত ১৮:২৩-২১:২৬)
- তিন বছর কাল এফেসাস নগরে বাণী প্রচার : ৫৪-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ
- গালাতীয় ধর্মপত্র রচনা : ৫৪ খ্রীষ্টাব্দ
- করিন্থীয়দের কাছে ১ম ধর্মপত্র রচনা : ৫৬ খ্রীষ্টাব্দ
- মাসিডনে বাণী প্রচার : ৫৭ খ্রীষ্টাব্দ
- করিন্থীয়দের কাছে ২য় ধর্মপত্র রচনা : ৫৭ খ্রীষ্টাব্দ
- করিন্থ নগরে বাণী প্রচার : ৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ
- জেরুসালেমে অবস্থান : ৫৮ খ্রীষ্টাব্দ
- প্রথম দীর্ঘ বন্দীত্বকাল : ৫৮-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ (শিষ্যচরিত ২১:২৭-২৮:৩১)
- সীজারিয়ায় বন্দী জীবন : ৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দ
- রোমযাত্রা : ৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দ
- রোমে নজরবন্দী : ৬১-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ
- কলসীয়,ফিলেমন, এফেসীয়, ফিলিপ্পীয় ধর্মপত্র রচনা : ৬১-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ
- পলের শেষ প্রচার যাত্রা : ৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দ
- তিমথির কাছে ১ম ধর্মপত্র এবং তীতের কাছে ধর্মপত্র রচনা : ৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ
- রোমে পলের দ্বিতীয় বন্দীত্বকাল : ৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ
- তিমথির কাছে ২য় ধর্মপত্র রচনা : ৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। রোম নগরে যীশুর অক্লান্ত ও উদ্যোগী শিষ্য খ্রীষ্টের সাক্ষীরূপে ধর্মশহীদ হন।

সাধু পলের জীবনে খ্রীষ্টীয় আহ্বান

খ্রীষ্টীয় আহ্বান যে কত বিস্ময়কর এবং সেই সাথে মানবমুক্তিকল্পে কতটা অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে তা আমরা প্রাক্তন সন্ধি ও নবসন্ধির অনেক ঘটনার মধ্য দিয়েই সেই প্রমাণ পাই। তবে সাধু পলের জীবনের খ্রীষ্টীয় আহ্বানের গভীরতা যে কত ব্যাপক এবং সেই সাথে কতটা চমকপ্রদ যা আমাদের বিশ্বাসের জীবনের জন্য উপযোগী। অনেকটা নাটকীয়ভাবেই যীশু পলকে দেখা দেন। যিনি খ্রীষ্টের ঘোরশত্রু ছিলেন সেই একই ব্যক্তি যীশুর সাক্ষাতে আজ হয়ে উঠেছেন তাঁর পরম প্রীতিভাজন। দামাস্কাসের পথে চলমান এক যুবক যার হৃদয়-মন খ্রীষ্টের প্রতি ঘৃণায়, ক্ষোভে ও প্রতিহিংসায় পরিপূর্ণ সেই একই ব্যক্তি খ্রীষ্টের আহ্বানে স্নাত হযে নব জন্ম লাভ করেছেন। "পথ চলতে চলতে তিনি দামাস্কাসের বেশ কাছেই এসে গেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটি আলো আকাশ থেকে নেমে এসে তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনতে পেলেন, কার যেন কণ্ঠস্বার তাকে বলছে : 'সৌল, সৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'আপনি কে প্রভু ?' উত্তর এল : 'আমি যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছ ! এখন উঠ, নগরে প্রবেশ কর। তোমাকে যে কি করতে হবে, সেখানেই তা বলে দেওয়া হবে' " (শিষ্যচরিত ৯:৩-৭)। সত্যিই কত অভাবনীয়ভাবেই না যীশু সৌলের মরুময় জীবনের কঠিনতাকে ম্লান ক'রে দিয়েছিলেন আর করে তুলেছিলেন তাঁরই জনগণের সেবায় নিবেদিত এক শিষ্য।

কতিপয় বিষয়ের আলোকে সাধু পলের জীবনের খ্রীষ্টীয় আহ্বান

মনপরিবর্তনের আহ্বান : 'সৌল, সৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ' (শিষ্যচরিত ৯:৫)। সৌলের প্রতি যীশুর এই আবেগপূর্ণ বাণীই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি সৌলকে তার মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান করেছিলেন। পর্বতসম কঠিন হৃদয়ের একজন অত্যাচারীর মন পরিবর্তন অত সহজ ব্যাপার নয়। তথাপি ঈশ্বরের কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছুই নেই। আহ্বান যেহেতু ব্যক্তির পছন্দ বা অপছন্দের ব্যাপার নয়, তাই সৌলের জীবনেও যীশুই প্রথম উদ্যোগ নেন তাকে তাঁর কাজের জন্য ব্যবহার করতে। প্রভু যীশু আনানিয়াসকে বলেন, 'তুমি যাও, কারণ বিজাতীয়দের কাছে, তাদের রাজাদের কাছে এবং ইস্রায়েলীয়দের কাছে আমার নাম বয়ে নিয়ে যাবার জন্য সে আমার মনোনীত পাত্র। আমি নিজেই তাকে বোঝাবো আমার নামের জন্য কত দুঃখ তাকে ভোগ করতে হবে' (শিষ্য ৯:১৫)। সত্যিই অভাবনীয়ভাবেই খ্রীষ্টবিরোধী পল পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে উঠলেন খ্রীষ্টপ্রেমিক পল। তাঁর জীবনে এলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তিনি যেন খ্রীষ্টেতে নতুন জীবনে প্রবেশ করলেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবনদায়ী আহ্বানে সাড়া দানের মধ্য দিয়ে শুষ্ক-শীর্ণ এক প্রাণহীন জীবনের রূপান্তর ঘটলো, অর্থাৎ সৌল হয়ে উঠল পল।

খ্রীষ্টের একজন বিশ্বাসী শিষ্য হয়ে উঠার আহ্বান বা প্রেরিত দূত হবার আহ্বান : "আমি, খ্রীষ্টযীশুর সেবক, ঐশ আহ্বানে প্রেরিতদূত পল তোমাদের কাছে এই পত্র লিখছি। পরমেশ্বর তাঁর মঙ্গলসমাচার প্রচারের জন্য

আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছেন" (রোমীয় ১:১)। সাধু পল তাঁর প্রায় সবকটি পত্রের সূচনাতে নিজেকে খ্রীষ্টের একজন প্রেরিতদূত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি যে ঐশ মনোনয়নপ্রাপ্ত স্বয়ং খ্রীষ্ট কর্তৃক আহূত হয়েছেন এবং এই আহূত হবার মধ্য দিয়েই যে তিনি খ্রীষ্টের একজন বিশ্বাসী শিষ্য হয়ে উঠেছেন, এই সত্যটিই তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

ঐশ অনুগ্রহের আনন্দে জীবন-যাপনের আহ্বান : খ্রীষ্টের নিপীড়ক সৌল হয়ে উঠলেন খ্রীষ্টপ্রেমিক। সৌল, পল হয়ে উঠার আহ্বান পেয়েছিলেন স্বয়ং খ্রীষ্টেরই কাছ থেকে যেন আহ্বানের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ঐশ অনুগ্রহের আনন্দে জীবন যাপন করতে পারেন। "তাঁরই মাধ্যমে ঐশ অনুগ্রহ পেয়েছি আমরা, পেয়েছি প্রেরিতদূতের দায়িত্ব, যাতে তাঁর নাম গৌরবান্বিত করার জন্যে আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যের পথে নিয়ে যাই সমস্ত বিজাতির মানুষকে' (রোমীয় ১:৫-৬)। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সাধু পলের জীবনে খ্রীষ্টীয় আহ্বানের মূল সত্যটি ছিল ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে চির কৃতজ্ঞতা নিবেদন।

বিজাতীয়দের কাছে ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রীষ্টের একনিষ্ঠ প্রচারক হবার আহ্বান : সাধু পল ছিলেন বিজাতীয়দের কাছে প্রভুরই এক বাণীদূত। "প্রভু কিন্তু তাকে বললেন, 'তুমি যাও, কারণ বিজাতীয়দের কাছে, তাদের রাজাদের কাছে এবং ইস্রায়েলীদের কাছে আমার নাম বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সে যে আমার মনোনীত পাত্র" (শিষ্যচরিত ৯:১৫)। সাধু পলকে বিজাতীয়দের বাণী প্রচারক বললেও অত্যুক্তি হবে না। স্বজাতি ইহুদীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবার পর পল ও বার্নাবাস আন্তিয়োখের অনিহুদীদেরই কাছে বাণী প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। "পল ও বার্নাবাস কিন্তু নির্ভীক ভাবে বলে উঠলেন, 'প্রথমে আপনাদেরই কাছে পরমেশ্বরের বাণী প্রচার করা আমাদের কর্তব্য ছিল। তবে এই বাণী আপনারা যখন শুনতেই চাইছেন না, আপনারা যখন নিজেদের শাশ্বত জীবন লাভের অনুপযুক্ত বলেই মনে করছেন, বেশ, তাহলে আমরা এখন বিজাতীয়দের দিকেই চোখ ফেরাব !' " (শিষ্যচরিত ১৩:৪৬)। অন্যদিকে করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছে সাধু পল বলেন, "না, আমি স্থির করেই রেখেছিলাম, তোমাদের মধ্যে থাকার সময় আমি একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের কথা, ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রীষ্টেরই কথা ছাড়া আর অন্য-কিছুই মনে রাখব না" (১করিন্থীয় ২:২)। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বিজাতীয়দের কাছে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের প্রচারক হিসেবেই সাধু পল দীক্ষা নিয়েছিলেন।

পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের সাক্ষ্যবহনকারী হবার আহ্বান : শিষ্যচরিত গ্রন্থে পিসিদিয়ার আন্তিয়োখ নগরে ইহুদীদের কাছে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে খ্রীষ্ট যে পুনরুত্থিত সে কথা ব্যক্ত করেন। "আমরা এখন এই মঙ্গলবার্তা আপনাদের জানাচ্ছি যে, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে পরমেশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁদের বংশধর আমাদের জন্যেই তিনি তা পূর্ণ করেছেন : যীশুকে তিনি পুনরুত্থিত করেছেন। দ্বিতীয় সামসঙ্গীতে তো লেখাই আছে : "তুমিই আমার পুত্র; আমিই আজ তোমাকে জন্ম দিয়েছি" (শিষ্যচরিত ১৩:৩২-৩৩)। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সাধু পলের গোটা জীবনটাই ছিল পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্টের প্রচারকের ভূমিকা পালন করা।

খ্রীষ্টীয় জীবনে ভালবাসায় বেড়ে উঠার আহ্বান : সাধু পল শুধুমাত্র বিভিন্ন মণ্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টীয় জীবনে ভালবাসায় বেড়ে উঠার আহ্বানই করেননি, বরং সেই সাথে তিনি এই একই সত্যের গভীরতায় প্রবেশ করেছিলেন অর্থাৎ তিনি নিজেই খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাঁরই ভালোবাসায় বেড়ে উঠার পরিত্রাণদায়ী আহ্বান লাভ করেছিলেন। "তাহলে খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে আমরা আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে কে ? কোন ক্লেশ বা সংকট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে ?" (রোমীয় ৮:৩৫)। এখানে সাধু পল যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সর্বজয়ী প্রেম অর্থাৎ ভালবাসায় বেড়ে উঠার আহ্বানই লাভ করেন।

ঐশ পরিকল্পনাতে অংশগ্রহণের আহ্বান : ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই মানুষকে আহ্বান করেন। আমরা বলতে পারি যে, ঐশ আহ্বান সর্বদাই উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা পরিকল্পনাপ্রসূত। সাধু পল তাঁর পুরানো জীবন যা ছিল বিধানকেন্দ্রিক সেই জীবনেই স্বয়ং ঈশ্বর প্রবেশ করলেন। দেখ, পাপ তাহলে তোমাদের ওপর আর কোন কর্তৃত্বই করতে পারবে না; কেননা তোমরা তো বিধানের অধীন হয়ে থাকা মানুষ নও; তোমরা তো বরং ঐশ অনুগ্রহেরই অধীন। ভাবতে অবাক লাগে সাধু পল কতটা নম্রতা ও স্থিরতার সঙ্গে ঐশ পরিকল্পনাতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরই যীশুর মধ্য দিয়ে তার

জীবনে নতুন বিধানের প্রবর্তন করবেন আর সেই বিশ্বাসের কারণেই তিনি 'বিধানই আমার জীবন' এই ধারণার মূলে আঘাত করতে পেরেছিলেন আর বলতে পেরেছিলেন 'খ্রীষ্টই আমার জীবন'। সুতরাং একথা স্বীকার্য যে সাধু পল ঐশপরিকল্পনায় অংশগ্রহণের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন আর এটিও তাঁর প্রতি খ্রীষ্টীয় জীবনে বেড়ে উঠার একটি আহ্বান হিসেবে কাজ করেছে।

বিশ্বাসী সমাজের সঙ্গে একতায় বেড়ে উঠার আহ্বান : সৌল নামের সেই হিংস্র মানুষটি যেন খ্রীষ্টের বিশ্বাসী সমাজের কাছে একটি আতংকের বিষয় ছিল অথচ সেই তিনিই যখন যীশুর কোমল হৃদয়ের সন্ধান পেলেন, জীবন পরিবর্তনের আমন্ত্রণ পেলেন, তখনই তিনি একজন রূপান্তরিত মানুষ হয়ে উঠলেন। শুধুমাত্র সৌল থেকে পল হয়ে উঠা না বরং খ্রীষ্টে আশ্রিত প্রতিটি বিশ্বাসীদের সাথে একাতাবদ্ধ হয়ে থাকার আহ্বানই সাধু পল লাভ করেছিলেন। "এখন, তোমরা সবাই মিলে খ্রীষ্টেরই দেহ; তোমরা এক একজন সেই দেহের এক একটি অঙ্গ" (১করি ১২:২৭)। সাধু পলের এই উক্তি থেকেই আমরা ধারণা করতে পারি যে তিনি তারই স্থাপিত মণ্ডলীকে একতাবদ্ধ হয়ে থাকার যে আহ্বান করেছিলেন সেই একই জীবন আহ্বানে তিনি নিজেও আহূত হয়েছিলেন।

প্রত্যাশায় জীবন যাপনের আহ্বান : ঐশ আহ্বান মাত্রই প্রত্যাশায় জেগে থাকার আহ্বান কেননা ঈশ্বর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিদের আহ্বান করেন যার মূলে নিহিত থাকে জীবনের পূর্ণতা। সাধু পলও ঐশ আহ্বানে সাড়াদানের মধ্য দিয়ে জীবন নবায়নের প্রশান্তি লাভ করেছিলেন। সাধু পল গভীর আনন্দের সঙ্গেই ব্যক্ত করেন – 'আমাদের প্রভুর অনুগ্রহ এবং সেই সঙ্গে খ্রীষ্ট-যীশুর আশ্রয়ে পাওয়া ভগবদ্‌বিশ্বাস ও ভালবাসাও আমার অন্তর প্লাবিত করেছে!" (১তিমথি ১:১৪)। সাধু পলের এই যে আন্তরিক অভিব্যক্তি এরই মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে খ্রীষ্টের আহ্বানের প্রতি গভীর প্রত্যাশা।

খ্রীষ্ট নির্ভর উত্তম জীবন যাপনের আহ্বান : খ্রীষ্টের দর্শন লাভের পর সাধু পলের কাছে বেঁচে থাকা মানেই ছিল খ্রীষ্ট। যীশু খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করেই ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান ও আচরণ। যীশু আহ্বানের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাঁর মনে খ্রীষ্টকেন্দ্রিক উত্তম জীবন যাপনের এমনই অনুপ্রেরণা জেগে উঠে যার জন্য তিনি বলতে পেরেছিলেন – "আসলে আমরা কেউ নিজের জন্যে বেঁচেও থাকি না, কেউ নিজের জন্যে মরেও যাই না। যদি বাঁচি, তবে প্রভুর জন্যেই বাঁচি; আর যদি মরি, তাহলে প্রভুর জন্যেই মরি !" (রোমীয় ১৪:৭-৮)।

খ্রীষ্টের বাণী প্রচারে নির্ভীক ও সংগ্রামী হবার আহ্বান : সাধু পলের জীবনে খ্রীষ্টের আহ্বান ছিল তাঁরই বাণী প্রচারে নির্ভীক ও সংগ্রামী হওয়ার আহ্বান ! "তার পরের রাতে পলের পাশে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং প্রভু যীশু। তিনি বললেন : 'মনে সাহস ধর! জেরুসালেমে আমার বিষয়ে যেমন সাক্ষী দিয়েছ, তেমনি রোমেও তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে' " (শিষ্যচরিত ২৩:১১)। আমরা বলতে পারি যে, ঠিক যেই মুহূর্তে যীশু সাধু পলের জীবনে প্রবেশ করেছেন সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি হয়ে উঠেছেন বাণী প্রচারে নির্ভীক ও সংগ্রামী। সাধু পল খ্রীষ্টের আহ্বানে এতটাই সুদৃঢ় ছিলেন যে, যার জন্য তিনি তার জীবন সায়াহ্নে এসে বলতে পেরেছিলেন "সংগ্রাম করেছি, শুভ সংগ্রাম"।

খ্রীষ্টীয় সাধনায় সরল বিশ্বাসী হয়ে উঠার আহ্বান : সাধু পল তাঁর মন পরিবর্তনের পর এমনই খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন যে, যা পূর্বের সমস্ত জটিল বিধান কেন্দ্রিক মনোভাবকে সমূলে ঝেড়ে ফেলে তিনি হয়ে উঠলেন খ্রীষ্টের একজন একনিষ্ঠ ও সরল বিশ্বাসী সেবক। সাধু পলের সরল বিশ্বাস তাকে মহিমান্বিত করেছে।

ঐশ নির্ভরতায় আস্থাশীল হয়ে উঠার আহ্বান : সাধু পল তাঁর মন পরিবর্তনের পূর্বে শুধুমাত্র নিজ ধর্মের নিয়মকানুন পালনের মধ্যেই পরিপূর্ণ আস্থা খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। যীশু যে সেই প্রতিশ্রুত মশীহ যার অপেক্ষায় প্রহর গুণছিল সমগ্র ইস্রায়েল জাতি অথচ সেই প্রতিশ্রুত মশীহ আজ আমাদেরই মধ্যে উপস্থিত এই সত্যটিকেই সাধু পল মেনে নিতে পারছিলেন না। তার কাছে যীশু নামের মানুষটি ছিল একজন ঘৃণিত অপরাধী, যিনি আর যাই হোক, কখনো ইস্রায়েল জাতির সেই প্রতিশ্রুত মশীহ হতে পারে না। এই ছিল সাধু পলের পূর্বেকার ধ্যান ধারণা বা বিশ্বাস। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই আর তাই তো যীশু নিজে আস্থাহীন সৌলের হৃদয়ে প্রবেশ করে তাকে করে তুললেন খ্রীষ্টাশ্রিত আস্থাবান একজন পুণ্যবান লোক। তাই আমরা বলতে পারি ঐশ নির্ভরতায় আস্থাশীল হয়ে উঠার খ্রীষ্টীয় আহ্বান তিনি লাভ করেছিলেন স্বয়ং যীশুরই কাছ থেকে।

নির্যাতন থেকে নির্যাতিত হবার আহ্বান : যীশুর জন্য, মণ্ডলী প্রসারের কাজে সাধু পলকে যে কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা বর্ণনাতীত। জেরুশালেম থেকে শুরু করে রোম পর্যন্ত যীশুর সাক্ষ্য বহন করার জন্য তিনি নির্মম কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন, “আমি ওদের চেয়ে পরিশ্রম করেছি অনেক বেশী, সহ্য করেছি অনেক বেশী কারাবাস, অনেক অনেক বেশী প্রহার। বহুবার পড়েছি প্রাণসংকটে। ইহুদীরা আমাকে পাঁচ-পাঁচবার সেই উনচল্লিশ কষাঘাত করেছে। তাছাড়া তিন তিনবার আমাকে বেত মারা হয়েছে, এমনকি একবার পাথর ছুঁড়েও মারা হয়েছে” (২করিন্থীয় ১১:২৩-২৫)। সত্যিই কি অভাবনীয় ভাবেই না খ্রীষ্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাধু পল যিনি ছিলেন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর নির্যাতক তিনিই আজ হয়ে উঠেছেন অন্যের হাতে নির্যাতনের শিকার, এতো খ্রীষ্টেরই একটি আহ্বান।

তৃতীয় অধ্যায়
সাধু পলের খ্রীষ্টীয় আহ্বানের নিরিখে বাংলাদেশের জনগণের খ্রীষ্টীয় আহ্বান

সাধু পলের শিক্ষায় খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অন্যান্য জনগণের মত খ্রীষ্টবিশ্বাসীরাও ‘ধর্মীয়’ বা ‘ধর্মের’ মানুষ। খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা তাদের ধর্মীয় ভাব ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন চিহ্ন – প্রতীক, ঐশবাণী পাঠ ও ধ্যান, প্রার্থনা ও উপাসনা, অধ্যাত্ম অনুশীলন, সংস্কারাদি গ্রহণ ও পালন, জীবনের নানা ঘটনা, পর্ব ও উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। যুগ যুগ ধরে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা তাদের এই ধর্মীয় জীবন ধারণ ও বহন ক'রে আসছে এবং তা অতি যত্নের সাথে ভাবী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে খ্রীষ্টানেরা বাংলাদেশে যথেষ্ট অগ্রগামী, এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। প্রত্যেকজন খ্রীষ্টে দীক্ষিত ব্যক্তি একদিকে যেমন খ্রীষ্ট নির্ভর জীবন যাপন করতে আহূত, অন্যদিকে খ্রীষ্টীয় আদর্শ অন্যের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করতে নিয়োজিত। সাধু পলের খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের আলোকে গোটা বাংলাদেশের খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠীর খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের গভীরতায় আমরা প্রবেশ করতে পারি। যখন আমরা বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের বিষয়ে চিন্তা করি তখন আমাদের সামনে যে চিত্রটি ভেসে ওঠে তা হচ্ছে, খ্রীষ্টানুসারীদের সার্বিক জীবনযাত্রায় খ্রীষ্টীয় আদর্শ ও তা পালনের একটি প্রচেষ্টা। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বান বিষয়টি আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে খ্রীষ্টের আদর্শের প্রতি আমাদের সাড়াদানের ব্যাপকতা আর এই সাড়াদানেও রয়েছে বৈচিত্রতা।

বিগত পাঁচ শতাব্দী ধরে, বাংলার খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠী খ্রীষ্ট যীশুতে স্বর্গীয় পিতার ভালবাসা ও যত্ন উপলব্ধি করে আসছে। যীশু খ্রীষ্টো ভালবাসায় জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেকেই আহূত। স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের নিয়ে দৃশ্যমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বিতীয় যুগ পার ক'রে বাংলাদেশ খ্রীষ্টমণ্ডলী আজ তৃতীয় যুগে পদার্পণ করেছে। এই তিনটি যুগকে আমরা এভাবে দেখতে পারি :

ক) মণ্ডলীর শৈশব যুগ : ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মণ্ডলীর শৈশব যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। এই সময়টি ছিল খুবই দীর্ঘ। এই যুগে বহিরাগত বাণী প্রচারকদের উদার প্রচেষ্টায় মণ্ডলী গঠিত ও লালিত হয়েছে। ঐ যুগের মণ্ডলীকে গ্রহণকারী মণ্ডলী রূপে দেখা হয়েছে।

খ) সাবালকত্ব লাভের যুগ : বাংলার খ্রীষ্টান সমাজ ধর্মপ্রদেশরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সাবালকত্ব লাভের যুগে প্রবেশ করেছে। এই যুগে মণ্ডলী তার আপন স্বকীয়তা কিছুটা অর্জন করেছে এবং খ্রীষ্টান সমাজ আরও কয়েকটি ধর্মপ্রদেশীয় মণ্ডলীরূপে সংগঠিত

হয়েছে। এই যুগকে স্বকীয় হওয়ার যুগ বলা যেতে পারে।

গ) পরিপক্ব হওয়ার যুগ : বাংলাদেশ মণ্ডলীর তৃতীয় যুগ হচ্ছে পরিপক্ব হওয়ার যুগ। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে যুগান্তকারী ঘটনা, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা; ঐ সময়ে দেশের জনগণের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে জাতীয় চেতনা, স্বাধীনতার সংগ্রাম ও গণতন্ত্রের সংকল্প; এবং একই সময়ে লক্ষ্য করা গেছে স্থানীয় মণ্ডলীর প্রবৃদ্ধি ও প্রসারণ। এই ঘটনাগুলো স্থানীয় মণ্ডলীর পরিপক্বতার যুগ সূচনায় মাইলফলক হয়ে থাকছে। এই যুগে খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টীয় জীবন যাপন করার এবং মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার দায়িত্ব পালন করতে সেই খ্রীষ্টকে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর; যাকে তারা দেখেছে তাকে অন্যের কাছে দেখাতে তারা ব্রতী হয়েছে। এই যুগের মণ্ডলীকে প্রদানকারী বা সেবাকারী মণ্ডলীও বলা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত তিনটি যুগের নিরিখে আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশ খ্রীষ্টমণ্ডলীতে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের যে বীজ রোপিত হয়েছিল তাই ধীরে ধীরে আজ একটি ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়েছে ! শুধু তাই নয়, খ্রীষ্টের দেহরূপ এই মণ্ডলীকে যিনি সার্বজনীন ভাবে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন তিনি হচ্ছেন সাধু পল, যিনি সমস্ত বাণী প্রচারকদের আদর্শ।

পুণ্যপিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন থেকে ২০০৯ সালের ২৯ জুন পর্যন্ত সময়টিকে সাধু পলের বর্ষ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আর এই সময়টি বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং আশীর্বাদিত বছর। আজ সমগ্র বাংলাদেশ খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পিছনে ফিরে তাকানোর সময়, সময় সাধু পলের সঙ্গে নিজেদের জীবনে খ্রীষ্টের আহ্বান আবিষ্কারের। পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধ ও আদর্শকে নতুন করে নিজেদের জীবনে অনুসরণ করার বিশেষ সময় এ বছরটি। সাধু পল খ্রীষ্টীয় আহ্বানকে তাঁর জীবনের সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের আহ্বানের প্রতি তিনি এতটাই আস্থাশীল ছিলেন যার কারণে তিনি বলতে পেরেছিলেন, “হ্যাঁ, তোমরা পরমেশ্বরেরই মতো হবার চেষ্টা করো, কারণ তোমরা যে তাঁর স্নেহের সন্তান ” (এফেসীয় ৫:১)। সাধু পলের মতো এই একই বিশ্বাস মন্ত্রে দীক্ষা লাভের খ্রীষ্টীয় আহ্বান বাংলাদেশ খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতিটি ভক্তজনের প্রতিও অনবরত উচ্চারিত হচ্ছে।

খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বান আবার আমাদেরকে খ্রীষ্টীয় পরিবারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেও অনুপ্রাণিত করে। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর ভিত্তিমূলে রয়েছে প্রায় সত্তর হাজার খ্রীষ্টীয় পরিবার। এই পরিবারগুলো হচ্ছে, মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র। খ্রীষ্টান পরিবারের মধ্যে যে মূল্যবোধগুলো সচরাচর দেখা যায়, সেগুলোকে বলা যায়, ঈশ্বরের কাজ, ঐশরাজ্যের নিদর্শন এবং আত্মার সক্রিয়তার প্রমাণ। একটি খ্রীষ্টীয় পরিবারে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানকে বাস্তব করে তুলতে যে মূল্যবোধগুলো কমবেশী লক্ষ্য করা যায় তা হলো, ঐশ ব্যবস্থায় বিবাহের স্থান, বিবাহের স্থায়িত্ব ও অবিচ্ছেদ্যতা, সন্তান ঈশ্বরের দান, পিতামাতার ত্যাগ ও আত্মদান, পারিবারিক সম্পর্ক, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, পরিবারে আতিথ্য, সমস্যা সংকটকালে ধীরতা, স্থিরতা, ধৈর্যশীলতা ও আশাবাদ, ধর্মভীরুতা ও ঈশ্বরবোধ, দারিদ্র্য ও জীবন-বিনাশক নানা শক্তির মধ্যেও পরিবারের স্থিতিশীলতা, ধর্মীয় জীবন আহ্বানের প্রতি পরিবারের আগ্রহ ও তাদের অবদান ইত্যাদি। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো আমাদেরকে চিন্তার গভীরতায় প্রবেশ করত সাহায্য ক'রে থাকে। সাধু পলের শিক্ষানুযায়ী খ্রীষ্টীয় পরিবারই হচ্ছে, খ্রীষ্টীয় আহ্বানের মূল ভিত্তি কেননা যে পরিবারে খ্রীষ্টীয় আদর্শ ও শিক্ষার অভাব থাকে সে পরিবার কখনো খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানর সাক্ষ্য বহন করতে পারে না। একটি পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শগত দিক থেকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে, সে সম্পর্কে সাধু পল আমাদেরকে বলেন, “সন্তানেরা প্রভুর কথা মনে রেখে তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে মেনে চল, কেননা তা করাই সমীচীন। ‘পিতামাতাকে সম্মান করবে’, এটিই তো সেই প্রথম আদেশটি, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটি প্রতিশ্রুতি; আর সেই প্রতিশ্রুতি হল এই : “তাহলেই তোমার মঙ্গল হবে, এই পৃথিবীতে তুমি দীর্ঘজীবি হবে” (এফে ৬:১-৩)। সাধু পল প্রতিটি খ্রীষ্টভক্তের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন – “যা-কিছু সত্য, যা-কিছু শ্রদ্ধার যোগ্য, যা কিছু ধর্মসম্মত, যা-কিছু পুণ্য পবিত্র, যা-কিছু ভালবাসার যোগ্য, যা-কিছু

শোভন সুন্দর যার মধ্যে কিছু সদ্‌গুণ আছে, প্রশংসা করার মতো কিছু আছে, তাই হোক তোমাদের ধ্যান-জ্ঞান" (ফিলি ৪:৮)। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের স্বরূপ আমাদেরকে সাধু পলের উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বুঝতে আমন্ত্রণ জানান। অন্যদিকে সাধু পল আবার বলেন, "পরস্পরকে তোমরা ক্ষমা ক'রে নাও, যেমন খ্রীষ্টে তোমাদের আশ্রয় দিয়ে পরমেশ্বরে তোমাদের ক্ষমা করেন" (এফে ৪:৩১-৩২)। বাংলাদেশের সমগ্র খ্রীষ্টীয় জনগোষ্ঠী ঐশ আহ্বানে সাড়াদানকারী একটি বিশ্বাসী সমাজ। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো আমাদেরকে বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের চিত্র বুঝতে সাহায্য করবে।

ক) ক্ষুদ্র বিশ্বাসী জনসমাজ : বাংলাদেশে একটি মুসলিম প্রধান দেশ। তথাপি এই দেশে খ্রীষ্টের অনুসারী ক্ষুদ্র বিশ্বাসী জনসমাজ পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলী ক্ষুদ্র অথচ দেশের মধ্যে তার প্রভাব অনেক। বাংলাদেশ মণ্ডলীর পরিপক্বতার যুগে আবার সম্মিলিত হয়ে আমরা শুনছি যীশুর নির্দেশ : "যাও, গভীরে যাও!" আমাদের জন্য গভীরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনে ও সেবাদানের গভীরে যাওয়া।

খ) ধর্মবোধসম্পন্ন ভক্তজনগণ : বাংলাদেশের অন্যান্য জনগণের মতো খ্রীষ্টবিশ্বাসীরাও 'ধর্মীয়' বা 'ধর্মের' মানুষ। খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানে এখনও অনেক মানুষ নিজস্ব ধর্মবোধকেই প্রধান দিক হিসেবে বিবেচনা ক'রে থাকে।

গ) ঐশ আহ্বানে সাড়াদানকারী জাগ্রত মণ্ডলী : মানুষের জীবনে ঐশ আহ্বানের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের খ্রীষ্টীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় এই সত্যটি সুন্দরভাবে ফুঠে ওঠে। পারিবারিক জীবন এবং ব্রতীয় জীবনে সাড়াদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খ্রীষ্টমণ্ডলী অনেকটা জাগ্রত।

ঘ) অংশগ্রহণকারী ও একতাবদ্ধ মণ্ডলী : বাংলাদেশের খ্রীষ্ট বিশ্বাসী জনগণের ধর্মবিশ্বাস খুবই সাধারণ ও সহজ-সরল। আবার অন্যদিকে তাদের ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত গভীর যার ফলশ্রুতিতে খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় গঠন ও প্রশিক্ষণের প্রতি এখনও অনেক মানুষ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ ক'রে থাকে।

চ) প্রচারমুখী ও বাস্তবভিত্তিক খ্রীষ্টীয় গঠনদানে তৎপর : বিশ্বের এবং আমাদের দেশের মধ্যে সময় ও অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। পরিবর্তিত অবস্থায় আবার এসেছে মণ্ডলী নবীকরণের আহ্বান। আর এই নবীকরণে ধর্মশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ধর্মশিক্ষা অনেকটা 'গৃহছাড়া' এমনকি স্কুল ছাড়া হয়ে পড়েছে। সে কারণে বিকল্প পদ্ধতিতে ধর্মশিক্ষাদানের ব্যবস্থা মণ্ডলীতে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দলে সংগঠিত করে শিশু ও যুবকদের জন্য ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়; তাদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার, সম্মেলন, কোর্স ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়; বয়স্কদের জন্যও অনুরূপ কার্যক্রম ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলী বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম যা খ্রীষ্টীয় আদর্শের অনুকূল তা প্রচারের ক্ষেত্রে ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই তৎপর।

ছ) খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের ক্ষেত্রে স্থানীয় মণ্ডলীর সঙ্গে বৃহত্তর মণ্ডলীর পারস্পরিক বিশ্বাস সহভাগিতায় সক্রিয়তা : খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীর সঙ্গে বৃহত্তর খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাস বিস্তার এবং তা সহভাগিতার ক্ষেত্রে সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

জ) যুগোপযোগী খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি আহ্বান : মানুষ পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তনই প্রগতির চিহ্ন বহন করে যদি তা ইতিবাচক হয়। বাংলাদেশ মণ্ডলীতেও অনেক ভক্তপ্রাণ পুরুষ ও নারী আছেন যারা খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ও আদর্শকে সমুন্নত রাখার পাশাপাশি যুগোপযোগী ক'রে তোলার প্রতিও বেশ সচেতন ও যত্নবান। সাধু পলের জীবনে খ্রীষ্টীয় আহ্বানের আলোকে বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় জনগোষ্ঠীর যে জীবন চিত্র আমরা দেখতে পাই তা সত্যিই আমাদের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহকেই প্রকাশ করে থাকে।

বাংলাদেশের খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠীকে ঘিরে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বান আবিষ্কারের ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রসমূহের চিত্র

বাংলাদেশে মোট খ্রীষ্টান কাথলিকের সংখ্যা ৩,০৯,৭০০ জন। যাদেরকে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বান আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যত্ন দিয়ে যাচ্ছে মোট ৮২টি ধর্মপল্লী। তাছাড়া বাংলাদেশে ৬টি ধর্মপ্রদেশেই

প্রায় প্রতিটি ধর্মপল্লী এবং উপধর্মপল্লীতেই বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কাজ ক'রে যাচ্ছে, যা খ্রীষ্টীয় আদর্শকেই প্রচার করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ হাজার খ্রীষ্টান পরিবারের জন্য অর্থাৎ তাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য ১৬১ জন স্থানীয় পুরোহিত এবং ৫৮ জন স্থানীয় ধর্মসংঘের পুরোহিত কাজ করে যাচ্ছেন। শুধুমাত্র তাই নয়, বাংলাদেশে খ্রীষ্টান জনগণের জীবনে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের বীজ বপনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত খ্রীষ্টীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কাজ ক'রে যাচ্ছে তা হচ্ছে, এপিসকপাল যুব কমিশন, কারিতাস বাংলাদেশ, পন্টিফিকাল মিশন সোসাইটি, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র, খ্রীষ্টিয়ান কমুনিটি প্রোগ্রাম, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এছাড়াও আরো বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠীর জীবনে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানে সচেতনভাবে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সেবাদানে ব্যাপৃত রয়েছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, উপর্যুক্ত বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের ক্ষেতে আরো বেশী উদ্যম, সাহসিকতা, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনে সাধু পলের শিক্ষা এবং আমাদের করণীয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীপ্রচারক হলেন সাধু পল। তিনি তাঁর সবকটি পত্রে অতি সার্থকভাবে যে সত্যটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে, খ্রীষ্ট যীশুতে আশ্রয় করে আমাদের জীবন যেন হয়ে উঠে পারস্পরিক একতা ও ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ। "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদের কাছে একান্ত আবেদন জানাচ্ছি, ভাই, তোমাদের কথাবার্তায় যেন একটা মতৈক্যের ভাব ফুটে ওঠে, তোমাদের মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র দলাদলি না থাকে, বরং একই মনোভাব, একই বিচার-বিবেচনার বন্ধনে তোমরা যেন সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠ ! (১করিন্থীয় ১:১০)। আজ থেকে অনেকদিন আগে সাধু পল ঠিক যেভাবে করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানে বিশ্বস্ত থাকার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার উপযোগিতা আজও বাংলাদেশ খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে রয়েছে।

খ্রীষ্টীয় জীবন যাপন কেমন হবে, কেমন হবে আমাদের ঈশ্বর ভক্তির বহিঃপ্রকাশ, সেই সম্পর্কে সাধু পল আমাদের জন্য জ্বলন্ত অনুপ্রেরণার উৎস যিনি আবার তাঁর গোটা জীবনটাই নিবেদন করেছিলেন খ্রীষ্টেই চরণে। খ্রীষ্টকে নিজের জীবনে বিমূর্ত ক'রে তোলার জন্য নিজের অন্তরে সর্বদাই একটি তাগিদ বা ব্যাকুলতা অনুভব করেছেন। সেই দিক থেকে প্রত্যেক খ্রীষ্টান, আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিটি খ্রীষ্টানুসারীকেই সাধু পলের মতো খ্রীষ্টকে প্রচার করার জন্য অন্তরে একটা তাগিদ অনুভব করতে হবে। এই প্রসঙ্গে সাধু পলের বিখ্যাত উক্তি স্মরণযোগ্য , " ... হায়রে ! আমি, মঙ্গলসমাচার যদি প্রচার না করি ! নিজে থেকেই যদি তা করতাম, তবে অবশ্য পুরস্কারের কথা উঠত; তবে আমি তো নিজে থেকে তা করি না; আসলে আমার উপর ন্যস্ত কর্তব্য বলেই তা করি। তাহলে আমার পুরস্কারটা কি ? পুরস্কার এই যে, মঙ্গলসমাচার প্রচারক হিসেবে আমার যা পাবার অধিকার আছে, তা দাবি না ক'রেই আমি কোন কিছু না নিয়েই মানুষের কাছে মঙ্গলসমাচার নিবেদন করতে পারি, ততজনেরই মন জয় করার জন্য আমি সকলের দাসত্ব স্বীকার ক'রে থাকি। সকলের কাছে আমি সবকিছুই হয়েছি যাতে যেমন ক'রেই হোক কয়েকজনকে পরিত্রাণের পথে নিয়ে আসতে পারি!" (১করিন্থীয় ৯:১৬-২২)। এখানে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানে নিষ্ঠার সঙ্গে বেড়ে উঠার জন্য যা যা আধ্যাত্মিক ও মানবিক গুণাবলীর প্রয়োজন সাধু পল তার সব দিকই উল্লেখ করেছেন তাঁর বিভিন্ন পত্রের মধ্য দিয়ে। তিনি পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সমাজ জীবন, এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনে কিভাবে শান্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালবাসা, ক্ষমাদান, দায়িত্ব পালন (ঈশ্বরের প্রতি এবং প্রতিবেশীর প্রতি), একতা, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস, সহভাগিতা ও সহযোগিতা, মানবিক সমর্থন, আধ্যাত্মিকতার পথে উৎসাহদান, দয়ার মনোভাব এরকম আরো অনেক বিষয় সাধু পল আমাদের সামনে তুলে ধরেন যেন আমরাও একই পথের শুভ সংগ্রামী যাত্রী হতে পারি।

খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনে সাধু পলের শিক্ষার আলোকে বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের করণীয়সমূহ

মনের পরিবর্তন ঘটানো : সাধু ঠিক যেভাবে তার মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে যীশু খ্রীষ্টের একজন যোগ্য শিষ্য বা প্রেরণকর্মী হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক একই ভাবে আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ পরিবারে, সমাজে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রে আপন মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে খ্রীষ্টকে আমাদের জীবনে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে আরো বলীয়ান হয়ে উঠা : খ্রীষ্টীয় আদর্শ ও শিক্ষাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে আরো বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে।

প্রচারমুখী মনোভাব গড়ে তোলা : সাধু পল খ্রীষ্টকে শুধুমাত্র নিজ জীবন ধারণই করেননি বরং পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁরই প্রচারকার্যের মধ্য দিয়ে। আমাদেরকেও নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রচারমুখী মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

জীবন দৃষ্টান্তে খ্রীষ্টের শিক্ষাকে ফুটিয়ে তোলা : কথায় বলে, উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত শ্রেষ্ঠ। এই কথাটির সত্যতা আমরা সাধু পলের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। তিনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তা নিজ জীবন দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পরিবার এবং সমাজে একতার পরিবেশ বজায় রাখা : একতার মধ্যেই মানুষের মানবিকতার পূর্ণ প্রকাশ। সকলেই শান্তি ও একতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে চায় অথচ শান্তি স্থাপনের মতো লোকের বর্তমান পৃথিবীতে বড়ই অভাব। শুধুমাত্র একতা ও শান্তির অভাবে আমাদের অনেক খ্রীষ্টীয় পরিবার ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় খ্রীষ্টীয় আদর্শের পথে চলা। সাধু পল এক্ষেত্রে আমাদেরও জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত যিনি বিবাদে বিভক্ত বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে একতা ও শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেছেন।

খ্রীষ্টীয় এবং মানবিক মূল্যবোধে পরিবারে সন্তানদের গঠন দান : পরিবারে সন্তানদের যথোপযুক্ত খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের গঠন দেওয়া যাতে করে তারা নিজেদের জীবনে খ্রীষ্টীয় আহ্বানের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে।

দাম্পত্য জীবনে খ্রীষ্টীয় প্রেমের এবং বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য বহন করা : সাধু পল তার পত্রে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর দ্বৈত ভূমিকা যদি খ্রীষ্টকেন্দ্রিক হয় অর্থাৎ তাদের জীবন যাপন যদি খ্রীষ্টনির্ভর হয়, তাহলে সেখানেই খ্রীষ্টীয় প্রেমপূর্ণ আহ্বান স্বার্থকভাবে ফুটে উঠে।

সমাজে দীন দু:খীদের প্রতি সহৃদয়তা এবং যথোপযুক্ত সমর্থন দান : সমাজে দীন-দুঃখী ও অভাবীদের জন্য সাধু পলের হৃদয় ছিল ভালবাসা ও মমতায় পরিপূর্ণ যার প্রমাণ আমরা পাই তার বিভিন্ন পত্রের বিষয়বস্তুতে। আমাদেরকে সাধু পল একইভাবে আহ্বান করছে যেন আমরা সমাজে অবহেলিতদের জন্য নিজেদের হৃদয় মন সর্বদা উন্মুক্ত রাখি।

সার্বজনীন ভ্রাতৃপ্রেম এবং ভালবাসার আদর্শে জীবন যাপন করা : সাধু পল শুধুমাত্র খ্রীষ্টপ্রেমিকই ছিলেন না, তিনি মানবপ্রেমিকও ছিলেন। কি কথায়, কি কাজে, সবক্ষেত্রেই সার্বজনীন ভালবাসার আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। “আপাতত বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা, এই তিনটিই থেকে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ভালবাসাই সর্বশ্রেষ্ঠ” (১করিন্থীয় ১৩:১৩)। সুতরাং আমাদেরকেও সাধু পলের শিক্ষানুযায়ী সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের ও ভালবাসার এক একটি মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠতে হবে।

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সামনে খ্রীষ্টের নির্ভীক শিষ্যত্বের সাক্ষ্য বহন করা : বর্তমান পৃথিবীর ভোগবাদী আবহাওয়ার মধ্যেও খ্রীষ্টীয় আদর্শকে সামনে রেখে সমস্ত চ্যালেঞ্জ -এর বিপরীতে নির্ভীক ভাবেই খ্রীষ্টের শিষ্যত্বের সাক্ষ্য বহন করার দৃঢ় মনোবল গড়ে তুলতে হবে।

অন্তরাত্মায় পবিত্রতা অর্জন করা এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা : পবিত্রতা এমন একটি বিমূর্তমান বিষয় যা আমাদের জীবনে একটি অলংকার স্বরূপ। বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জীবনে পবিত্রতা অর্জন প্রতিটি খ্রীষ্টানুসারীদের সাধনা হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। সাধু পলের শিক্ষাও আমাদেরকে সেই দিকেই ধাবিত করে। অন্তরাত্মায় পবিত্রতা অর্জনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে এর

সুষ্ঠু প্রয়োগ আমাদেরকে আরো খ্রীষ্টময় করে তোলে।

জগতে থেকেও জাগতিক নয় বরং আধ্যাত্মিকতায় পরিপক্ব মানুষ হয়ে উঠা : প্রতিটি মানুষই এই পৃথিবীর দাবী পূরণে তাদের সমস্ত মেধা, শক্তি ও সামর্থ প্রয়োগ ক'রে থাকে। তবে যারা সত্যিকার ভাবে খ্রীষ্টের শিষ্যত্বের দাবী পূরণে নিষ্ঠাবান তাদের জন্য এই জগতের চেয়ে পরকালের সুখভোগই প্রধনা বিবেচ্য বিষয় হয়ে থাকে। তাই আমাদেরকেও জীবন যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে জাগতিকতার চেয়ে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটানোর জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

খ্রীষ্টের উপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল হয়ে উঠা : সাধু পল তাঁর জীবদ্দশাতে দেখিয়ে গেছেন কিভাবে খ্রীষ্টের উপর পরিপূর্ণভাবে আস্থাশীল হতে হয়। "আশা তোমাদের মনটাকে আনন্দিত করে রাখুক; তোমরা দুঃখ-কষ্টে সহিষ্ণু হও; প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান থাক" (রোমীয় ১২:১২)। সাধু পল তাঁর এই উক্তির মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের উপর অগাধ বিশ্বাস ও আশার চিহ্নই ব্যক্ত করে কেননা খ্রীষ্টের উপর আস্থাশীল যারা তারাই কেবলমাত্র দুঃখ-কষ্টে সহিষ্ণু এবং প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হতে পারে।

বর্তমান বাস্তবতায় খ্রীষ্টীয় জীবন যাপন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

সাধু পলের কাছে যীশু তাঁর পুনরুত্থানের মহিমা প্রকাশ করেছিলেন আর পলও যীশুর সেই মহিমার স্পর্শ পেয়েছিলেন। যীশু নিজেই তাকে নিযুক্ত করেছিলেন প্রেরণকারী হিসেবে। "একদিন রাতের বেলায় প্রভু পলকে দর্শন দিয়ে বললেন : ভয় পেয়ো না। বাণী প্রচার করে যাও তুমি, নীরবে থেকো না। আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি। কেউ তোমার উপর হাত তুলে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ এই শহরে এমন অনেক মানুষই তো রয়েছে, যারা আমার অনুগামী" (শিষ্যচরিত ১৮:৯)। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যেভঅবে সাধু পলকে অভয় দিয়ে নির্বিঘ্নে বাণী প্রচার করে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, ঠিক একইভাবে তিনি আজও আমাদের প্রত্যেককে একই অভয় বাণী শুনাচ্ছেন।

সাধু পলের প্রেরণকর্মে অনেক বাধা-বিঘ্ন বা চ্যালেঞ্জ ছিল। তিনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অবিরামভাবে এক নগর থেকে আরেক নগরে ছুটে গেছেন; যীশু খ্রীষ্টের প্রচারিত মঙ্গলময় বাণী সর্বস্তরে আপামর জনতার কাছ পৌঁছে দিতে। কোন কোন নগরে তিনি দেখেছেন অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি। তাই তাঁর সতর্ক বাণী, "আপনারা দেবমূর্তির কাছে উৎসর্গ করা কোন খাদ্য যেন গ্রহণ করবেন না, এবং কোন রক্ত কিংবা গলা টিপে মারা পশুর মাংসও মুখে দিবেন না; তাছাড়া ব্যভিচার থেকে আপনারা দূরেই থাকবেন " (শিষ্যচরিত ১৫:২৯)। এ থেকে বুঝা যায় যে, পলের বাণী প্রচারের সময়েও মানুষ নানা অনৈতিক কাজে লিপ্ত ছিল। মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, অন্ধ বিশ্বাস তথা নানারকম পাপময় স্বভাবের দাস হয় পড়েছিল। আমরা বর্তমান এই যান্ত্রিক ও ভোগবাদী পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব, অতি আধুনিকতার মধ্যেও মানুষ অনৈতিকভাবে জীবন যাপন করছে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার বিপরীতে প্রতিশোধমূলক মনোভাব, সন্দেহ, হিংসা, স্বার্থপরতা তথা নানারূপ দুষ্কর্ম ও মন্দতা। জাগতিকতার মোহ আজ মানুষ ভুলতে বসেছে নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও তাঁর দয়ার কথা। অন্যদিকে পারিবারিক জীবন থেকে খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধ যেন লোপ পেতে বসেছে। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা দিচ্ছে অবিশ্বাস, ঘৃণা ও মনোমালিন্য যার শেষ পরিণাম বিচ্ছেদ। অন্যদিকে সন্তানদের মধ্যেও ভোগবাদী মনোভাব চেপে বসেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের খ্রীষ্টান সমাজের চিত্র অনেক ক্ষেত্রেই আশার উদ্রেক করে। সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সহবস্থানের পরিবর্তে আমরা দেখি ধনী-দরিদ্রের মধ্যে চরম বৈষম্য। এরূপ পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের কথা মানুষের কাছে সত্যিই একটি দুরূহ ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ কাজ তবে অসম্ভব নয়। সাধু পলের ন্যায় জীবনকে বাজি রেখে এবং খ্রীষ্টের শক্তিতে খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনের পথে যত বাধাই আসুক, সব কিছুকে পিছনে ফেলে খ্রীষ্টকে দিশারী করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব।

বর্তমান বাস্তবতায় খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনে আমাদের মোকাবেলাকৃত চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমান পৃথিবীর কাছে ব্যক্তি নিজেই একটি চ্যালেঞ্জ আবার পৃথিবীটাও একটি চ্যালেঞ্জ : সাধু পলের সময়ে মানুষের মধ্যে যে সমস্ত পাপ প্রবণতা ছিল আজও

তেমনি আছে, তবে তার পরিধির মাত্রা বেড়েছে। বর্তমান পৃথিবীটাকে বলা হয়, গ্লোবাল ভিলেজ অর্থাৎ মানুষ আজ না চাইতেই হাতের কাছে অনেক কিছু পাচ্ছে। আধুনিকতার জোয়ারে মানুষের মধ্য থেকে আজ খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধ লোপ পেতে বসেছে। এই অবস্থায় খ্রীষ্টীয় আদর্শের পথে অবিচল থাকা এবং সেই পথে আরো অনেককে নিয়ে আসার বিষয়টি ভাবতে যতটা সহজ মনে হয়, আসলে কার্যক্ষেত্রে তা অনেক কঠিন। তথাপি পৃথিবী তার নিয়ম অনুযায়ী চললেও আমরা যারা খ্রীষ্টে দীক্ষিত, আমাদের প্রত্যেককেই প্রার্থনাশীল ও ধর্মভীরু সাধু পলের মতো যে কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, এই পৃথিবীটাই যেন মানুষের কাছে আবার সৎ ও নীতিবান মানুষেরা এই পৃথিবীর কাছে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা : বর্তমান সময়ের মানুষ, মানুষ হয়েও যেন যান্ত্রিকতার বোড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছে। মানুষ ত্যাগ নয় ভোগেই যেন জীবনের পূর্ণতা পেতে চায়। আর এরূপ মন মানসিকতা মানুষের মধ্যে জন্ম দিচ্ছে স্বার্থপরতা, হিংসা, দলাদলি এরকম আরো নানারকম বিশৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনে বিশ্বস্ত থাকা সত্যিই একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়।

নৈতিকতার চরম অবক্ষয় : অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের মধ্যে আজ নীতিবোধ যেন একটি শব্দ মাত্র। খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে ভালবাসা, ক্ষমা, ন্যায্যতা ও শান্তির যে নীতি সমাজে প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা তা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থের কারণে সম্ভব হয়ে উঠছে না। সুতরাং আমরা বলতে পারি নৈতিকতার অবক্ষয়ও খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের সত্যে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধক বা একটি চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, পারিবারিক সংহতি ও শৃঙ্খলার অভাব, পারিবারিক অবিশ্বস্ততা, জাগতিক সুখ ভোগের তাড়না, নীতি ও আদর্শের পথে অবিচল থাকা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদাসীনতা, নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহনে শিথিলতা, স্বার্থহীন ভালবাসার ও ক্ষমাদানের মনোভাবের অভাব, আদর্শ জবিন যাপনের প্রতি অনাগ্রহ, প্রচার মাধ্যমের কুপ্রভাব, খ্রীষ্টীয় গঠনে তৎপরতার অভাব, সামাজিক ন্যায্যতার অভাব, ধনী-গরীবের মধ্যে বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়গুলিও খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানে উপযুক্তভাবে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে সত্যিই একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়।

উপসংহার

সাধু পল, যিনি আদি খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাসের জীবনে স্থপতির ভূমিকা পালন করেছেন তিনি বর্তমানেও সমগ্র খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের পথে বিশ্বস্তভাবে চলার অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন। সাধু পল খ্রীষ্ট মণ্ডলীর একটি স্তম্ভও বটে। খ্রীষ্টবিশ্বাস ও মণ্ডলী প্রসারের এক নির্ভীক সেনা। সাধু পলের জীবন, খ্রীষ্টে রূপান্তরিত জীবন শুধু দামাস্কাসে যাবার সময়ে যীশুর স্পর্শই নয়, কিন্তু পরবর্তীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা আবিষ্কার, তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। তাঁর জীবনে সুন্দর গভীরতায় তিনি যে খ্রীষ্টীয় আহ্বানের মর্ম সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তা হচ্ছে, খ্রীষ্টের নামে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। সাধু পল শুধুমাত্র তাঁর প্রৈরিতিক পত্র এবং বাণী প্রচারের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি বরং তাঁর গোটা জীবনটাই ছিল একটি সাক্ষ্যবাণী যা বিরামহীন নিষ্ঠার সঙ্গে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের মঙ্গলবাণী ঘোষণা করেছেন। তিনি শুধুমাত্র নিজেকেই একজন পরিবর্তিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেননি বরং তাঁর প্রচারিত মঙ্গল বাণীর আলোকচ্ছটাই পারিপার্শ্বিক পৃথিবীটাই তিনি বদলে দিয়েছেন। সাধু পলের পত্রগুলিই আজ আমাদেরকে একইভাবে খ্রীষ্টের মনের মতো মানুষ হয়ে উঠার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। বাংলাদেশে আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী যারা, তাদের নিজ নিজ খ্রীষ্টীয় দায়িত্ব আজ অনেক বেশী। দায়িত্ব নিজের প্রতি, দায়িত্ব অন্যের প্রতি। সাধু পলের জীবনের খ্রীষ্টীয় আহ্বানের সারসংক্ষেপ তো তাই। আমাদের প্রত্যেককেই মনের সব প্রেরণায় রূপান্তরিত মানুষ হয়ে উঠতে হবে, হয়ে উঠতে হবে খ্রীষ্টীয় জীবন আহ্বানের পথে চির বিশ্বস্ত ও ভালবাসায় পূর্ণ।